সহবতি

ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা : ২০২৩

সহবতি পরিষদ

কল্যাণী, নদিয়া, ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

সহবতি

ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা :২০২৩

ISSN : 2454-2512

প্রধান সম্পাদক

ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া

সহযোগিতা

দিবাকর বর্মন, নয়ন ভল্লা, বুদ্ধদেব সাহা, কৃষ্ণময় দাস, হেমন্ত মণ্ডল, জয়ন্ত ঘোষ, টোটন বায়েন, সিদ্ধার্থ ঘোষ, সুস্মিতা ঘোষ, সুরূপা কর, সমৃদ্ধি শেখর মণ্ডল

দপ্তর

সহবতি পরিষদ, কনকাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বি-৭/১৪৫, কল্যাণী, নদিয়া।

প্রচ্ছদ

সুদীপ চক্রবর্তী

বর্ণ সংস্থাপন

প্রিন্টম্যাক্স

ইছাপুর

মুদ্রক

অজন্তা প্রিন্টার্স

কলকাতা : ৭০০০০৯

মূল্য : তিনশো পঁচাত্তর টাকা

উপদেষ্টা পর্ষদ

অধ্যাপক তপন বিশ্বাস, প্রাক্তন উপাচার্য, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদি, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মানস মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা নন্দিতা বসু, বাংলা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুদীপ বসু, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা বেলা দাস, বাংলা বিভাগ, শিলচর ক্যাম্পাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুমন গুণ, বাংলা বিভাগ, শিলচর ক্যাম্পাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক কল্যাণী শঙ্কর ঘটক, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা দেবযানী গুহ, সংযুক্ত অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক অলোক ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক তপন মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
অজিত মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ ওম্যানস্

সম্পাদকের কলমে

শীতের বিদায়বেলায় বসন্তের আগমনের বার্তা নিয়ে প্রকাশিত হল সহবতির বইমেলা সংখ্যা। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল অনেকগুলো বছর। অতিমারীর অন্ধকার সময়টুকু বাদ দিলে সহবতি তার জন্মলগ্ন থেকে চেষ্টা করেছে সকলকে সাথে নিয়ে সারস্বত সাধনায় এগিয়ে যেতে। শুরু হয়েছিল খুব কম সাধ্য এবং অনেকটা স্বপ্ন নিয়ে। আজ সহবতি অনেকের স্বপ্নকে সত্যি করার মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে। ৬২ জন প্রাবন্ধিকের কলমের দ্বারা ঋদ্ধ হয়ে সহবতির এই সপ্তম সংখ্যার প্রকাশ নিঃসন্দেহে মফস্বল থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকার জন্য অনেকটা আলো। আর তা সম্ভব হয়েছে যাঁরা সহবতিকে আপন করে নিয়েছেন শুধুমাত্র তাঁদেরই জন্য।

সহবতির এবারের সংখ্যাটিকে আমরা নানা প্রসঙ্গে বিভক্ত করে সাজিয়েছি। যেমন কথাসাহিত্য, নাটক, কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ, রবীন্দ্র সাহিত্য, ভাষা-শৈলী, বিবিধ প্রসঙ্গ ইত্যাদি। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে একাধিক লেখা। কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আলোচনার বৃত্তে রয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, উর্দু সাহিত্যিক কৃষণ চন্দর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, অনিতা অগ্নিহোত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ, বাণী বসু, মিহির সেনগুপ্ত, প্রচেত গুপ্ত, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ। রয়েছে নকশাল আন্দোলনের গল্প কিংবা অনুগল্প বিষয়ক নিবন্ধ। নাটক প্রসঙ্গে যেমন আলোচিত হয়েছে লোকনাট্য, সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়ের নাটক, বাংলা পৌরাণিক নাটক তেমনি নাট্যকার হিসেবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্রের অবদানের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। চলচ্চিত্রে শাঁওলি মিত্রের ভূমিকা বিবৃত হয়েছে একটি প্রবন্ধে। কাব্য-কবিতা বিভাগের শুরুতেই রয়েছে জীবনানন্দ বিষয়ক একটি নিবন্ধ। এরপর একের পর এক আলোকবৃত্তে উঠে এসেছেন চল্লিশের দশকের কবি নরেশ গুহ, দিব্যেন্দু পালিতের কবিতা, কবি নিশীথ ভড়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা, কবি শঙ্খ ঘোষের জীবনাদর্শ ইত্যাদি অসাধারণ আলোচনা। ভারতী রায়ের 'একাল সেকাল পাঁচ প্রজন্মের ইতিকথা' বিষয়ক একটি রচনা এবং উনিশ শতকের বাংলা গদ্য বনাম মুসলমানি গদ্যের দ্বন্দ্ব বিষয়ক একটি অভিনব আলোচনা রয়েছে 'প্রসঙ্গ: প্রবন্ধ' বিভাগে।

'সহবতি'র সপ্তম সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক অনেকগুলি নিবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রতিটি বিষয়ই কোনো না কোনো প্রবন্ধে যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি রবীন্দ্রভাবনায় যাত্রাগান, রবীন্দ্র সাহিত্যে ও মননে মৃত্যু, চিত্রকলায় রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ, রবীন্দ্র সাহিত্যে শান্তির বার্তা কিংবা জগদীশ চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি মৌলিক পর্যবেক্ষণগুলি ঋদ্ধ করেছে সহবতিকে।

ভাষা বিষয়ে গবেষণার নিদর্শন আমরা পাব 'বেতারের অনুষ্ঠান ও বাংলা ভাষা: বিনোদনের নানা দিক', 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দ, প্রবাদ ও অলঙ্কার' এবং 'বাগড়ি অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন: একটি সমীক্ষা' এই প্রবন্ধগুলিতে।

এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ছাড়াও আরও বিচিত্র বিষয়ে গবেষণাধর্মী রচনা সহবতিতে যোগ করেছে অনন্য মাত্রা। কল্যাণীর কর্তাভজা সম্প্রদায় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন আমার পিতৃদেব ড. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর মণ্ডল বিশ্ববন্দিত শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে উপস্থিত করেছেন এক অসাধারণ উপাখ্যান। অধ্যাপিকা কুহেলি বিশ্বাস এবং অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার দত্ত যৌথভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন নিয়ে রয়েছে আরো দুটি প্রবন্ধ 'অমেয় প্রেমের মন্ত্র-বুদ্ধের শরণ লইলাম' ও 'বৌদ্ধধর্ম থেকে বৈষ্ণবমর্ধ: সহজিয়া মতের সেকাল ও একাল'। অধ্যাপক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ 'ভারতীয় তন্ত্র সাহিত্যের উৎস সন্ধানে'তে রয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের উৎস থেকে বিবর্তনের বিচিত্র অধ্যায়। আবার 'দেবীর সাতকাহন' দেবীর বিবর্তনের ইতিহাসের লিপিচিত্র। দীপালি দেববর্মা তাঁর কলমে তুলে ধরেছেন 'ডাইনি প্রথা'র নানা অনুষঙ্গ যা নিঃসন্দেহে অভিনব ভাবনা। এছাড়াও 'সুধীরকুমার দাসগুপ্তের 'কাব্যালোক', 'সুধীর চক্রবর্তীর 'সদর-মফস্বল: জীবনের প্রতিচ্ছবি', 'প্রবাদের আলোকে শান্তিপুর', 'গোয়েন্দা অভিযানে প্রমীলা বাহিনী', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত: ভিন্ন এক পাঠ', 'ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট', 'বিলুপ্তির পথে গ্রামীণ যাত্রাপালা', ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বহু পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার ফল। বোঝাই যাচ্ছে এবারের সহবতি বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত।

সপ্তম সংখ্যা সহবতি তার যাত্রাপথে সবথেকে বেশি প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। বিষয় বৈচিত্র্য ও ভাবনার বিস্তার নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। আশাকরি সংখ্যাটি পাঠকের ভালো লাগবে। এই সংখ্যাটি নির্মাণ করতে অসম্ভব পরিশ্রম করেছে আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের জন্য রইল অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা। যাঁদের লেখায় সহবতি গৌরবান্বিত হয়েছে তাঁদের সকলকে যথাবিহিত স্থানে প্রণাম, অভিনন্দন জানাই।

সবাই ভালো থাকবেন, সহবতির সঙ্গে থাকবেন।

ইতি—

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে

বইমেলা, ২০২৩

কল্যাণী, নদীয়া